সমকাল

তারিখ 03 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয় মেরামতে চাহিদার অর্ধেক বরাদ্দ

■ বিশেষ প্রতিনিধি

নির্বাচনী সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত ও সংস্কারে প্রয়োজনের অর্ধেক অর্থ বরাদ্দ দিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা খাত উন্নয়ন প্রকল্প (পিইডিপি-৩) থেকে গতকাল রোববার ক্ষতিগ্রস্ত ৪২৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কারে ৩ কোটি ৭ লাখ ৫২ হাজার ৫০০ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। অথচ সারাদেশের জেলা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারদের পাঠানো প্রতিবেদন অনুসারে, আগুনে পুড়ে যাওয়া ও নাশকতায় ক্ষতিগ্রস্ত মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৫২টি। এগুলো সংস্কারে শিক্ষা কর্মকর্তারা মন্ত্রণালয়ের কাছে ৭ কোটি টাকা চেয়েছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) যমীন্দ্রনাথ রায় স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে গতকাল বলা হয়, প্রাইমারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-৩ (পিইডিপি-৩)-এর আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বিদ্যালয় মেরামত খাত থেকে এ অর্থ ছাড়ের জন্য বলা হয়েছে।

অর্থ বরাদ্দ কম দেওয়ার কারণ জানতে চাইলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক

নির্বাচনী সহিংসতা

শ্যামল কান্তি ঘোষ রোববার সমকালকে বলেন, অল্প ক্ষতিগ্রস্ত কিছু বিদ্যালয় স্থানীয়ভাবে মেরামত করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের সরকারি তহবিল থেকে অথবা স্থানীয়ভাবে রিসোর্স মবিলাইজ করে কিছু বিদ্যালয় সংস্কার করতে বলা হয়েছে। আর অধিক ক্ষতিগ্রস্ত ৪২৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জরুরিভিত্তিতে মেরামতে ৩ কোটি ৭ লাখ ৫২ হাজার ৫০০ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। গতকাল রোববার থেকেই বরাদ্দ করা অর্থ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠানো শুরু হয়েছে।

গত ৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন বয়কট করে বিএনপি-জামায়াত সারাদেশে ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুর চালায়। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেশ ক'টিতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ১৩ জানুয়ারির মধ্যে মাঠ পর্যায় থেকে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা জানানোর নির্দেশ দেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন প্রধান শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে সমকালকে বলেন, সরকারি বরাদ্দ খুবই অপ্রতুল হয়েছে। কিছু কিছু বিদ্যালয় ভবন আসবাবপত্রসহ পুড়ে গেছে। এসব বিদ্যালয় ভবন পুনর্নির্মাণ করতে হবে। এতে বেশি অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন। মন্ত্রণালয়ের

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৮

ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সংসদ নির্বাচন কেন্দ্র করে ৫৭৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তরা। এর মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪৫২টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৮৭টি, মাদ্রাসা ২৬টি এবং কলেজ ১২টি। এসব প্রতিষ্ঠানে নির্বাচনী ভোটকেন্দ্র ছিল। নির্বাচনী সহিংসতায় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাংচুর, অগ্নিসংযোগের কারণে বই-খাতা, চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চ, চক-ডাস্টার, শিক্ষা উপকরণ, প্রতিষ্ঠানের দলিল-দস্তাবেজ, কম্পিউটার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পৃথকভাবে মাঠপর্যায়ের প্রতিবেদনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে প্রায় ১০ কোটি টাকা। এর মধ্যে শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয়েরই ক্ষতি হয়েছে ৭ কোটি টাকার।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ জানান, অগ্রাধিকারভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত ও সংস্কারে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে আরও বরাদ্দ দেওয়া হবে।